দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

044

সর্বস্তরে বাংলাভাষা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সাঈদুর রহমান

আমার মত একজন সাধারণ লোকের পক্ষে ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা, ইংরেজী প্রবাদ "হোয়ার এনজেলস ফিয়ার টু ট্রেড, ফুলস্ রাস ইন"-এর সমতুল্য। এ কথা জানা সত্ত্বেও কেন এ ধৃষ্টতা করলাম, তার কারণ এই যে, আমি মনে করি আমাদের মত সাধারণ লোকের ভাষা সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা কি তা আমাদের পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, সাহিত্যিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট আরজ করার ও তাঁদের ওয়াকিবহাল করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫ বৎসর পর সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য একটি নতুন আইন পাস করার প্রয়োজন হল কেন তার কারণগুলো সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। তাই তাদেরে কারণগুলো বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। সংবিধানের বিধানই যদি ফেইল করে থাকে তবে তার কারণ কি এবং নতুন আইন তা দূর করতে সক্ষম হবে কি? এই কারণগুলো সাধারণ লোককে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন মনে করি।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার ব্যাপারে দু'টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'টি বিষয় হচ্ছে ভাষার "মান" ও "পরিভাষা"। এই দু'টি বিষয়ের বাস্তব সমাধান না হলে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা সম্ভব হবে কি-না তা ভেবে দেখা উচিত মনে করি।

ভাষার মান

এ বিষয়ে আমি শুধু চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সম্পাদক, জ্ঞানী ও গুণী আবুল মনসুর আহমেদ সাহেবের কতকগুলো বক্তব্য উল্লেখ করব। আবুল মনসুর আহমেদ সাহেব বলেছেনঃ

"দ্বিজেন ঠাকুর, রবি ঠাকুর ও শরৎ চন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড়জোর পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা হইতে আসিয়াছে। প্রকৃত জনগণের ভাষা হইতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানেরাও এবং তাহাদের ভাষাও যে জনগণের ভাষা এ সত্য হয়তো ঐ মনিষীদের নিকট ধরা পরে নাই।"

"তাপর নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়া ধুমকেতুর মত বাংলা সাহিত্য ও ভাষার আকাশে উদিত হন এবং মুসলিম বাংলার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করিবার সফল চেষ্টা করেন। নজরুলের এই চেষ্টার যে বিরুদ্ধতা আসে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক তিক্ততাই বাড়ে না, হিন্দু বাংলা ও মুসলিম বাংলার কালচারেরও পার্থক্য তাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।"

"এক বাংলা ভাগ হওয়ার আগেও সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম বাংলার ভাষা ও হিন্দু বাংলা ভাষার একটা পার্থক্য ছিল। মুসলিম লেখকেরা সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রয়োজনের খাতিরে প্রচলিত বহুসংখ্যক মুসলমানী শব্দ সাহিত্যে চালু করিয়াছিলেন। হিন্দু লেখকেরা তাহা মানিয়া লন নাই।"

"অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিন্দু কালচার বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক ত ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল।"

ডিম, জনাবের বদলে সুধী, আরজের বদলে নিবেদন, তসলিম বাদের বদলে সবিনয়, দাওয়াত নামার বদলে নিমন্ত্রণপত্র, সাদী মোবারকের বদলে শুভ বিবাহ ব্যবহার করিলে আমরা সভ্য, কৃষ্টিবান ও সুধী বিদগ্ধ হইলাম, নইলে হইলাম না এমন ধারণা হীনমন্যতার পরিচায়ক। কৃষ্টি চেতনা ও রেনেসাঁর জন্য একটা অশুভ ইংগিত।

আমাদের তরুণ প্রগতিবাদিদের মধ্যে ইদানীং এই বাতিক খুব জোরসে দেখা দিয়াছে। এটা আশংকার কথা।"

বেশীর ভাগ শব্দেরই যে একটা কৃষ্টি-কল্প বা ইমেজ আছে তা বিস্তারিত বলতে গিয়ে জনাব আবুল মনসুর আহমেদ আরও বলেছেনঃ

"গোশত, আণ্ডা ও পানির মধ্যে ইসলামত্ব নাই বটে, কিন্তু মুসলমানত্ব আছে। অর্থাৎ জোড়ার এক কাতারের শব্দগুলো (মাংস, ডিম, জল) এক কালচারের লোকেরা অর্থাৎ হিন্দুরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে. জোড়ার অপর কাতারের শব্দগুলো (গোশত, আণ্ডা, পানি) অপর কালচারের লোকেরা অর্থাৎ মুসলমানেরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সোজাকথা একটা হিন্দুর মুখের কথা অপরটা মুসলমানের মুখের কথা, এই তাদের পরিচয়। সুতরাং আমরা যদি পানি ছাড়িয়া জল ধরি তবে আমরা ধর্মচ্যুত হইব না সত্য কিন্তু ঐতিহ্যচ্যুত হইব নিশ্চয়ই। এর পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইবে। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা তা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।"

"উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালে কলিকাতার এক সাহিত্য সভার ভাষণে আমি হিন্দু সাহিত্যিক বন্ধুদের মুসলমানের মুখের বাংলাকে সাহিত্যে বর্জন না করিয়া বরঞ্চ উহাকে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলারূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, মুসলমানের মুখের বাংলা হিন্দুদের মুখের বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম।"

"আমি জোরের সাথেই বলিতে পারি, আমার ২৫ বছর আগের কথা আজও তেমনি সত্য রহিয়াছে। পাক বাংলার তরুণরা আত্মসম্মানী হইলে চিরকাল তা সত্য থাকিবে।"

"কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্য ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনী ঐতিহ্য ধরিতে যাই তবে আমরা পাক বাংলার জাতীয়তা গঠনের কাজের বাধা জন্মাইব।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো হতে এটিই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, বাংলাদেশের ভাষার মান ও রূপ বাংলাদেশের বোধগম্য ও ব্যবহার উপযোগী মধ্যবিত্তের কথ্য ভাষা, শিক্ষিত সমাজের সফিসটিকেটেড উচ্চারণভংগী সহকারে, যা মুসলমানী বাংলা বলা হয়ে থাকে, সেই বাংলা হবে এবং তা পশ্চিম বাংলা প্রদেশের ভাষা যথা স্নাতক আচার্য, উপচার্য, জল, প্রয়াত ইত্যাদি হতে ভিন্ন। আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যগুলোর প্রতি যে সাধারণ লোকের দৃঢ় সমর্থন আছে তা বলা বাহুল্য। ভাষার মান পর্যায়ে উচ্চস্তরে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকলে জনসাধারণকে তা ওয়াকিবহাল করাবার

পরিভাষা

পরিভাষা সম্বন্ধে আবুল মনসুর আহমদ সাহেব এইরূপ মন্তব্য করেছেনঃ

"আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, পরিভাষার প্রশন আসলে সমস্যাই নয়। আমাদের ভাষার ইংরেজী বা বিদেশী যেসব শব্দ চালু হইয়া গিয়াছে ওগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ বাহির করিবার চেষ্টা নিছক পাগলামি।"

একথা যে ধ্রুব সত্য তা কি আমাদের সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ, ও পণ্ডিতগণ অস্বীকার করেন? যদি করেন, তবে পশ্চিম বাংলা প্রদেশের ডাক্তার সুনীতি চ্যাটার্জির নেতৃত্বে গঠিত পরিভাষা কমিটির রিপোর্ট ও তার ভাগ্যের কথা ভেবে দেখেছেন কি? মুসলমানী বাংলা-কাগজ, কলম, দোয়াতের পরিবর্তে ভূজ-পত্র, লেখনী, মস্যাধার তাৎক্ষণিকভাবেই বর্জিত হয়েছে।

যেসব বিদেশী শব্দ আমরা-জনসধারণ, দিনরাত নিজেদের কথায়-বার্তায় ব্যবহার করে থাকি ও বুঝি এবং বুঝাই এগুলো কি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয় নাই? এই সকল শব্দের 'পানিনি বিধৌসিত' বাংলা পরিভাষা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

চলবে